ওঁ সত্যনারায়ণের পাঁচালী

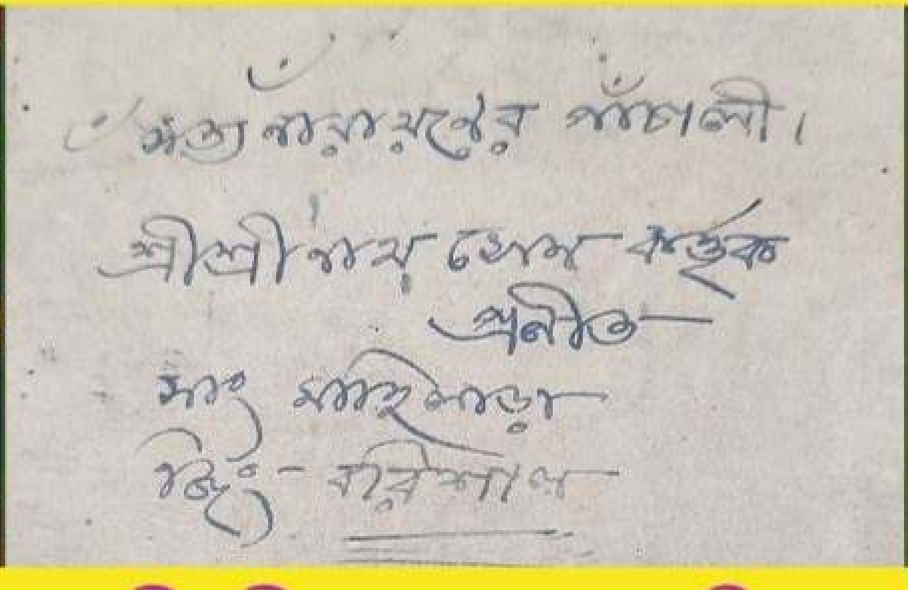

ওঁ
সত্যনারায়ণের পাঁচালী।
শ্রীশ্রীনাথ সেন কর্তৃক
প্রনীত
সাং মাহিলাড়া
জিং - বরিশাল

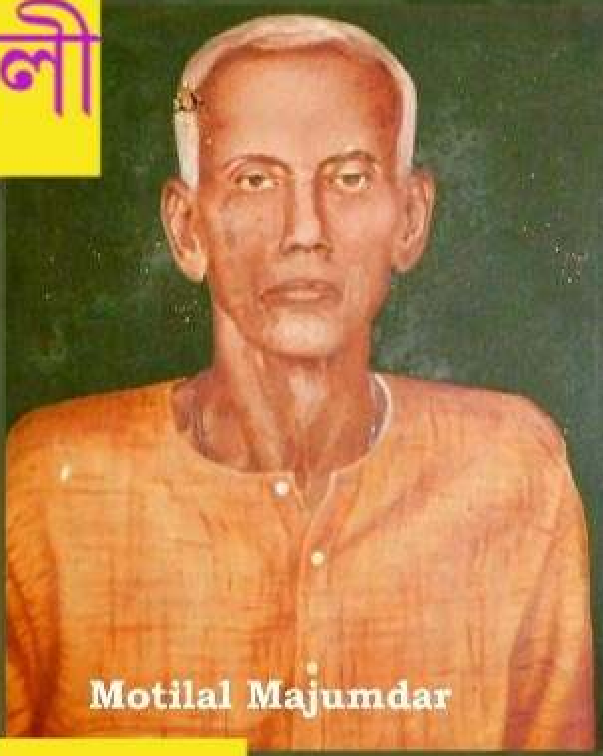

শ্রী শ্রীনাথ সেন প্রনীত

dayalbm@gmail.com

সংগ্রাহক ঃ মতিলাল মজুমদার

সাং - মাহিলাড়া, জিং- বরিশাল, বাংলাদেশ

ॐ সত্যনারায়ণের পাঁচালী।

শ্রীশ্রী রাম হোম কর্ত্তৃক
প্রণীত—

সাং মাহিলাড়া
জেং - বরিশাল

১৯৪৭ সালের পুর্বে,মাহিলাড়া নিবাসী
মতিলাল মজুমদার কর্তৃক সংগৃহীত।
মেদিনীপুর জেলার , সিজগেড়িয়া নিবাসী
মৃদুলকান্তি মজুমদার সংরক্ষিত।

dayalbm@gmail.com

পাঁচালী সম্বন্ধে কিছু কথা

ঁসত্যনারায়ণ -এর পাঁচালীর এই পাণ্ডুলিপি অধুনা পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার, ডেবরা থানার, সিজগেড়িয়া গ্রাম নিবাসী, প্রাক্তন শিক্ষক (১৯৯৯ সালে প্রয়াত) মতিলাল মজুমদার এর সংগ্রহে ছিল। মতিবাবু নামে অধিক পরিচিত এই প্রাক্তন শিক্ষক -এর জন্মস্থান, অখণ্ড ভারতের বরিশাল জেলার, গৌরনদী থানার, মাহিলাড়া গ্রাম। স্বাধীনতার অনেক আগেই, কর্মসূত্রে মতিবাবু কলকাতা ও মধ্য ভারতেও বিভিন্ন স্থানে থেকেছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলার সময়, মধ্য প্রদেশের সাতনায় মিলিটারী বিমান বন্দর তৈরীর কাজে নিযুক্ত ঠিকাদারের অধীনে কিছুদিন চাকরী করতেন। পরে কলকাতা ও বরিশাল জেলার কয়েকটি স্কুলে শিক্ষকতা করেন। অবশেষে ১৯৫০ সালে, বর্তমান পশ্চিম মেদিনীপুরের, " ত্রিলোচনপুর কুসুম কুমারী হাই স্কুলে" শিক্ষকতার চাকরী নিয়ে চলে আসেন। আমৃত্যু সিগজগেড়িয়া গ্রামেই থেকেছেন। উনি প্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দরের একান্ত সেবক ছিলেন। প্রভুর লেখা কীর্তন গান -এর একটি জীর্ণ খাতা থেকে ২০২৬ সালের মার্চ মাসে আমরা কিছু গান উদ্ধার করতে চেষ্টা করি। সেই সময়ই মতিবাবুর পৌত্র মৃদুল কান্তি মজুমদার এই পাঁচালীর পাণ্ডুলিপির সন্ধান পায়। মতিবাবুর জীবদ্দশায় এই পাণ্ডুলিপির কোন খবর আমাদের জানা ছিল না। মাহিলাড়া গ্রামের কিছু বিখ্যাত সেন পরিবারের কথা আমরা মতিবাবুর কাছে শুনেছি; কিন্ত কবি শ্রীনাথ সেন -এর কথা কোনোদিন শুনিনি। এই পাণ্ডুলিপি পাওয়ার পর, ফেসবুকের মাধ্যমে বর্তমান বাংলাদেশের পাঁচ শতাধিক মানুষ এর খবর জেনেছেন। মাহিলাড়া গ্রামের শিক্ষিত লোকজনও এই কবি শ্রীনাথ সেন মহাশয় এর কোন উত্তরাধিকারীর খবর দিতে পারেননি। খুব সম্ভবত ১৯৪৫-৪৬ সালের দিকে, মতিবাবু এই পাঁচালী ছাপানোর আশায় কলকাতায় নিয়ে আসেন। কিন্তু অপ্রত্যাশিত দেশ ভাগ, হঠাৎ বাস্তুহারা হয়ে পড়া, ইত্যাদী কারণে এই পাঁচালী ছাপানোর সুযোগ পাননি। আমরা ২০২৬ সালের এপ্রিল মাসে কলকাতার কিছু প্রকাশকের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে, দুই-একজন এই পাঁচালী প্রকাশের জন্য আগ্রহ দেখিয়েছেন। আশা করছি, কেউ এটি পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করবেন। সমাজ মাধ্যমে বহু মানুষের কাছে এই পাঁচালী পৌঁছে দেওয়ার জন্য, এটিকে ই - বুক আকারেও প্রকাশ করা হল।

ইতি বিনীত

দয়াল বন্ধু মজুমদার। সিজগেড়িয়া, পশ্চিম মেদিনীপুর।

শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ। ২০.৪.২০২৬.

ॐ

ॐ সত্যনারায়ণের — পাঁচালী।

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমং।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ॥

(পয়ার)

নৈমিষ অরণ্যে শৌনকাদি মুনিগণ।
উপনীত হন তথা ব্যাস তপোধন॥
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া পূজা করে বেদব্যাসে।
মুনিগণ বসি আসনে মধুর সম্ভাষে॥
বল মহামুনি কলিযুগ বিবরণ।
লোক সবে করিবেক কেমন আচরণ॥
যে প্রকারে পাইবেক শ্রীহরি চরণ।
দয়া করি আমা সবে কহ তপোধন॥
ব্যাস কহে মন দিয়া শুন ঋষিগণ।
যুধিষ্ঠিরে যেরূপ বলিল নারায়ণ॥
একদিন যুধিষ্ঠির হস্তিনা নগরে।
নারায়ণে জিজ্ঞাসা করিল করযোড়ে॥
বল প্রভু কলির চরিত্র বিবরণ।
হরি বলে মনোযোগে শুন হে রাজন্॥
শিষ্য গুরু পুত্র পিতৃবাক্য না মানিবে।
ভোজ্যপাত্র ভোজনেতে নিয়ম না রবে॥
এক অংশ রবে ধর্ম তিন গুণ পাপ।
কুকার্য্যেতে রত নর সদা পাবে তাপ॥

সত্য নারায়ণের পাঁচালী

সত্য নারায়ণে না মানিবে রসনে ।
জাতি ভেদ অসম্পর্ক শিক্ষা কাহারু প্রাঙ্গনে ॥
জাতে জাতে লবে ... হবে অল্প ধন ।
অল্প শস্য অল্প দুগ্ধ, হবে অবৈধ শাসন ॥
শূদ্র জাতি রাজা হবে ... রহিতে ।
লঘু গুরু ভেদ কিছু মাত্র না ... তুষিবে ॥
শান্তি বিধি করি উপবাসিকে ...
ব্রাহ্মণ ত্যজিবে সন্ধ্যা বেদ অধ্যয়ন ।
জাতিগত ব্যবসা ত্যজিবে সর্বজন ॥
মিথ্যা দ্রোহ আদি পাপ কর্ম আছে যত ।
ধন লাভ হেতু তাহা ঘটিবে নিয়ত ॥
মানব সমাজে হবে নানা ব্যভিচার ।
তাহে মম সত্যরূপ হইবে প্রচার ॥
ভক্তিযুক্ত হয়ে মোরে যেজন ভজিবে ।
সর্ব পাপে মুক্ত হয়ে বৈকুণ্ঠেতে যাবে ॥
সত্য নারায়ণ নাম হইবে আমার ।
যে জন সেবিবে সিদ্ধ কামনা তাহার ॥
পূজার পদ্ধতি বিধি শুন মতিমান ।
দুগ্ধ আটা রম্ভা চিনি সোয়া পরিমাণ ॥
অথবা যে বস্তু ইচ্ছা সোয়া পরিমাণে ।
ভক্তিতে উৎসর্গ করি দিবে নারায়ণে ॥
প্রতি মাসে সন্ধ্যাকালে করিলে পূজন ।
অবশ্য হইবে তার অভাব মোচন

যে জন সেবিবে সিদ্ধি কামনায় তাঁহারাও ।।
পূজার সহজ বিধি শুন মতিসার ।
দুগ্ধ ভাণ্ডে রম্ভা চিনি সোয়া পরিমাণ ।।
অথবা যে বস্তু ইচ্ছা সোয়া পরিমাণ ।
ভক্তিতে উৎসর্গ করি দিবে নারায়ণে ।।
প্রতিমাসে সন্ধ্যাকালে করিলে পূজন
অবশ্য হইবে তাঁর অভাব মোচন

পৃ-২ =অভাব মোচন

৺সত্য নারায়ণের পাঁচালী।

এত বলি অন্তর্দ্ধান হৈল নারায়ণ।
ব্রহ্মা সহ রুদ্রাদি স্বর্গে করিলা গমন॥

(ত্রিপদী)

শুন শুন মুনিগণ; যে প্রকারে নারায়ণ,
সত্যরূপে প্রকাশিলা পূর্ব্বে।
কাশীনগরে ধাম, দীন দ্বিজ বিষ্ণুরাম,
নারী তার নামে দশভুজা॥
অতীব দরিদ্র দ্বিজ, পাখাহীন যেন দ্বিজ,
দ্বিজরাজ রাহুগ্রস্ত প্রায়।
নিরুপায় দ্বিজবর, চক্ষে নীর নিরন্তর,
নিরাধার নিশি বরষায়॥
সময়ে জোটে না অন্ন, সততই ক্ষুধিক্ষীণ,
সন্ধ্যাকালে করয়ে ভোজন।
ভিক্ষায় যে কিছু পান, তখনি করেন দান,
যদি পান অতিথি সুজন॥
নারী অতি সুলক্ষণা, বিধুমুখী বিচক্ষণা;
পতিপ্রাণা অবলা সরলা।
হাসিতে পতির মন, সদা পতি-কাছে রন,
ঘন সনে যেমন চপলা॥
নাহি কিছু মাত্র ধন, পিতৃদত্ত আভরণ;
কাঁসার কঙ্কণ-মাত্র-হাতে।

শাস্ত্রে শুনেছে সুখী, শাস্ত্র শুনেছে দুখী,
সাধিলী যেমন শক্তি সাথে ॥
এখানি যে দুরদৃষ্ট, উদর কঠোর কষ্ট;
অনন্ত সাধিত কিছু নাই।
নিত্যশুদ্ধ নিগ্রহ, কে করবে অনুগ্রহ,
অসহায় ব্রাহ্মণ আশা কই ॥
দৈবযোগে বস্ত্রভ্রষ্ট, হইল যেন অনাসৃষ্টি,
সৃষ্টিনাশে হলো ভ্রষ্ট প্রায়।
প্রখর পবন কাঁপা, কাবুদে গগন ঢাকা,
সপ্ত দিন গতে বৃষ্টি যায় ॥
অনাহারে দ্বিজবর, কাঁপে দেহ থর থর,
যায় দ্বিজ ভিক্ষার কারণে।
পরিধানে কৌপিন বসন, ক্ষণে হাঁটা ক্ষণে বসা,
আশা মাত্র আশ্রয় গমনে ॥
মুখে বলে হরি হরি, যায় ধরা ধরি ধরি,
মরি মরি করে অনিবার।
দেহ হরি দয়াময়, দেহ হরি পদাশ্রয়,
তুমি হে প্রহরী সবাকার ॥
দেখহে বিপদহারী, শ্রীমধুসূদন হরি,
অনাভাবে যাইছে জীবন।
এত বলি দ্বিজ কাঁদে, শ্রীনাথে বলিছে খেদে,
দয়াকর পতিত পাবন ॥

সত্য নারায়ণের পাঁচালী

আবক্রম বিক্রম ডাকে নারায়ণ ।
একাকীতে নরলীলা দিলা দরশন ॥
দাণ্ডী গোপ শুক্ল বস্ত্র ব্রাহ্মণের বেশে ।
কোথা যাও বলি বিপ্রকাছে জিজ্ঞাসে ॥
দ্বিজ বলে মম সম দুঃখী নাহি আর ।
অন্নাভাবে সপ্তদিন নাহি আহার ॥
অনশনে জল পানে রহিয়াছে প্রাণ ।
অধুনা ত্যজিব প্রাণ তোমা বিদ্যমান ॥
এত শুনি সন্ন্যাসীর দয়া উপজিল ।
মধুর আশ্বাস বাক্যে উপদেশ দিল ॥
শুন শুন দ্বিজবর না কর রোদন ।
ভজ সত্যদেবে দুঃখ হইবে মোচন ॥
কলিতে প্রত্যক্ষ প্রভু সত্য নারায়ণ ।
সর্ব কষ্ট নষ্ট হয় করিলে ভজন ॥
পূজার নিয়ম সব বলিয়া ব্রাহ্মণে ।
বনমালী অন্তর্ধান হলেন তখনে ॥
দ্বিজবর চমৎকার করিয়া দর্শন ।
নারায়ণ স্মরি বহু করিলা রোদন ॥
অন্তরে ভিক্ষা করি নগরে নগরে ।
প্রচুর তণ্ডুল নিয়া আসিলেন ঘরে ॥
পূজার সমস্ত দ্রব্য করি আহরণ ।
ভক্তি করি নদীতীরে পূজেন ব্রাহ্মণ ॥
ক্রমে দারিদ্রতা দূর হইল তাহার ।
কি অভাব সত্যপদে মতি থাকে যার ॥
কলি যুগে সত্যদেব অগতির গতি ।
শ্রীনাথ কহিছে পদে থাকে যেন মতি ॥

dayalbm@gmail.com

সত্যনারায়ণের পাঁচালী

তার পরে শুন কাঠুরিয়া - বিবরণ ।
স্বর্ণগ্রামে বাস তার নামেতে মদন ॥
দারিদ্র্য প্রধান কাষ্ঠ - অতিশয় দীন ।
নিয়মিত একবেলা অন্ন মেলা ভার ॥
একদিন বিষ্ণুরাম নানা উপহারে ।
সত্যনারায়ণে পূজা করে নদীতীরে ॥
দৈবযোগে সেই দিন কাষ্ঠ - ভার লইয়া ।
উপস্থিত হন তথা - সেই কাঠুরিয়া ॥
পূজা শেষে - প্রসাদ পাইয়া তুষ্ট মন ।
মানস করিল মনে সত্যের সেবন ॥
সেই হতে মদনের দুঃখ হল দূর ।
কাষ্ঠ - ব্যবসায় - ধন পাইল প্রচুর ॥
মনের হরষে পূজে সত্য নারায়ণ ।
অপর শুনহে লক্ষপতি বিবরণ ॥

লক্ষপতি নামে সাধু উজানি বসতি ।
অতুল ঐশ্বর্য্য তার ছিল ধনপতি ॥
বিষয় বৈভব সর্ব্ব কিছু নয় ।
না হয় সন্তোষ, সদা বিমর্ষ হৃদয় ॥
নদীতীরে সত্যে পূজে কাঠুরিয়াগণ ।
দৈবযোগে সাধু তখন - উপনীত হন ॥
হেরিয়া - সত্যের সেবা ভক্তিভরে মনে ।
মনে মনে সদাগর সত্য সেবা মানে ॥

৺ সত্যনারায়ণের পাঁচালী

পুত্র কিম্বা কন্যা এক হইলে আমার ।
সহস্র মুদ্রায় পূজা করিব তোমার ॥
মনস্কাম সিদ্ধ করে সত্য নারায়ণ ।
উপনীত হল সাধু আপন ভবন ॥
সংবৎসর মধ্যে এক কন্যা জনমিল ।
চন্দ্রকলা নাম তাঁর যতনে রাখিল ॥
যৌবন সময় তাঁর হেরি সদাগর ।
শঙ্খপতি নামে আনিলেক যোগ্য বর ॥
কন্যাদান করে সাধু শাস্ত্র অনুসারে ।
পুত্রভাবে সংসারে রাখিল জামাতারে ॥
শ্বশুর জামাতা দুই মন্ত্রণা করিয়া ।
বাণিজ্যেতে চলিল বহু ডিঙ্গা সাজাইয়া ॥
সত্যোক্তি কারণে সাধু মানস করিয়া ।
না পূজিল সত্যদেবে মনে পাসরিয়া ॥
সে কারণে সত্য রুষ্ট সাধুর উপরে ।
তুফানে নিলেক নৌকা সিংহল নগরে ॥
তথায় ছিলেন রাজা নাম মহীপাল ।
দুষ্টের দমনে রাজা অত্যন্ত করাল ॥
রাণীর কণ্ঠের হার নিয়াছিল চোরে ।
সেইজন্যে নগরপাল এসেছে নগরে ॥
সেই কণ্ঠহার সাধু বাজারে কিনিয়া ।
জামাতার গলে দিল যতন করিয়া ॥
শঙ্খপতি গলে হার কোতয়াল হেরি ।
জামাতা শ্বশুরে বাঁধে হাতে দিয়া দড়ি ॥

দিয়া কাষ্ঠ বলে রুষ্ট হারপাল কোথায়?
হবে বেটা যাবে কাটা না হবে অন্যথায়॥
সাধুদ্বয় সুবিনয় করে নিবেদন।
যায় প্রাণ মতিমান ছাড়হে বন্ধন॥
রাক্ষিবর্গ হয়ে ঐক্য থাকি আগে পাছে।
হাজিরে করিল চোর নাজিরের কাছে॥
সাধুর অসমাতৃ গলে হেরিয়ে সে হার।
কারাগারে রাখে দোঁহে না করি বিচার॥
আন্দোলিল চোর ধন আনহ ভাণ্ডারে।
কোতয়াল হয়ে কাল সেই হাল করে॥
সাধুদ্বয় নিরুপায় হইল্যে তখন।
বিস্তর কান্দিল করি গোবিন্দ স্মরণ॥
সত্যরুষ্টে লক্ষ্মী রুষ্টা হইল অন্তর।
অগ্নিতে দাহন হলো সদাগরের ঘর॥
ঘোড়া গরু ধন ধান্য যাহা কিছু ছিল।
সত্যের কোপেতে সব ভস্ম হয়ে গেল॥
দাস দাসী ছিল যত সবে গেল ছাড়ি।
সাধুর বনিতা কন্যা ফেরে বাড়ী বাড়ী॥
ভিক্ষায় যোটেনা অন্ন শীর্ণ হলো কায়।
এইভাবে মহাকষ্টে বহুদিন যায়॥
একদিন বিষ্ণুরাম সত্য সেবা করে।
চন্দ্রকলা গেল তথা দুঃখিত অন্তরে॥

পাঁচালী শ্রবণ করি প্রসাদ পাইল ।
ভক্তিভাবে সত্যদেবে মানস করিল ॥
পুত্র মতি ধন রত্ন হউক আমার ।
সহস্র মুদ্রায় পূজা করিব তোমার ॥
পিতামহ পতি মম আসুন ভবনে ।
মানস করিব পূর্ণ ভক্তি ~~নারায়ণে~~ শ্রীচরণে
ত্রিশয় পঞ্চকের দ্রব্য করি আয়োজন ।
প্রতিমাসে পূজা করে সত্য নারায়ণ ॥
এমনে তার দুঃখ ভার হইল বিনাশ ।
হইলেক ধন রত্ন দাসী তার দাস ॥
চন্দ্রকলা ভক্তিগুণে তুষ্ট নারায়ণ ।
সেই হেতু দুই সাধু পাইল মোচন ॥
মহীপাল নরবর ছিল নিদ্রা বেশে ।
স্বপ্নেতে বলেন প্রভু ব্রাহ্মণের বেশে ॥
লক্ষপতি শঙ্খপতি দুই সদাগর ।
বাণিজ্য করিতে আসে তোমার নগর ।
উপযুক্ত মূল্যে কণ্ঠহার কিনে লয় ।
অবিচারে দণ্ড করা উচিত কি হয় ?
আপনার হিত যদি চাও হে রাজন ।
প্রভাতে করিবে মুক্ত সাধু দুই জন ॥
ছিল পূর্বে যত ধন দ্বিগুণ করিয়া ।
ডিঙ্গা সাজাইয়া দেও দেশে পাঠাইয়া ॥
নতুবা তোমার বড় বিপদ ঘটিবে ।
রাজ্যভার সাধ তব অচিরে মিটিবে ॥

~~স্বপনাতে~~
স্বপনাতে চেতনা পাইয়া নরবর।
কারাগার হতে আনে দুই সদাগর॥
রাজা কন অপরাধ ক্ষম দুই জন।
না জানিয়া করিয়াছি অন্যায় শাসন॥
দৈবের নির্ব্বন্ধ কর্ম্ম কে করে খণ্ডন।
ইহা ভাবি দুই জনে শান্ত কর মন॥
আনিয়াছি যত ধন দ্বিগুন করিয়া।
দিব আমি দেশে যাও সন্তুষ্ট হইয়া॥
সাধু কন মহারাজ কি দোষ তোমার।
নিজ কর্ম্ম দোষে কষ্ট হয়েছে আমার॥
হৃষ্ট মনে লক্ষপতি শঙ্খপতি সনে।
রাজদত্ত ধন নিয়া চলিল ভবনে॥
শুনহ আশ্চর্য্য বিবরণ মুনিগণ।
শ্রীনাথ বলিছে ভাবি শ্রীনাথ চরণ॥

(দীর্ঘ ত্রিপদী)

লক্ষপতি হৃষ্ট মনে, সপ্ত ডিঙ্গা পূর্ণ ধনে,
জামাতা সহিতে সাধু চলিয়াছে ভবনে।
নদী তীরে নারায়ণ, হয়ে দরিদ্র ব্রাহ্মণ,
ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসেন সদাগর দুজনে॥
বল বল মহাশয়, নৌকায় কি বস্তু যায়,
কোথা হতে আসিয়াছ যাবে কোন স্থানে।
আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, ভবে নাহি কোন স্বজন,
ভিক্ষা করি, দেশে দেশে ফিরি সে কারণে।

যদি হয় অনুগ্রহ, কিছু ভিক্ষা মোরে দেহ,
ইহবে প্রতিজ্ঞা তব এই দিন দু বলে ॥
বারম্বার দ্বিজ আশায়, সাধু ক্রোধে বলে তায়,
লতা পাতা দিয়া আমি ভরেছি এ তরণী।
দ্বিজ আসিয়ে বারম্বার, কি লাভ হবে তোমার,
অত্যাচার জনেরে ত্যক্ত কেন কর আপনি ॥
শুন অবোধ ব্রাহ্মণ, অদূরে কর গমন,
নতুবা তোমায় দশা ঘটিবেক বিপরীত।
তুমি সত্যনারায়ণ, ইহলেন অদর্শন,
নাহি ধন লতা পাতা হেরিয়ে সাধু চমকিত
বলে হায় কি হইল, ধন রত্ন কোথা গেল,
হরি হরি এ কি চমৎকার কাণ্ড হেরিনু।
সে ব্রাহ্মণ ইচ্ছাময়, ধন রত্ন হরি লয়,
ব্যঙ্গ করি ব্রাহ্মণেরে কর্ম্ম দোষে গেনু ॥
নিতান্ত কুপিত গ্রহ, কে করিবে অনুগ্রহ,
কর্ম্ম ফল ফলাইতে এসেছিল দ্বিজবর।
কোথা হে বিপদহরি, শ্রীমধুসূদন হরি,
মুকুন্দ মুরারি ঘন শ্যাম গদাধর ॥
পতিত পাবন রাম, পতিতে হওনা বাম,
গোপাল গোবিন্দ গদাধর গোপীনাথ।
আমি অতি মূঢ়মতি, না জানি ভকতি স্তুতি,
শ্রীনাম বলিছে সদা ভাবহে শ্রীনাথ ॥

অবিরাম লক্ষপতি ডাকিছে অন্তরে।
করুণা নিধান হরি শুনিলা অন্তরে ॥
দৈববানী শুন সাধু স্থির কর মন।
মানস করিয়া সত্যে না কর পূজন ॥

সন্ততি কারণে সত্যে মানস করিয়া ।
তুষ্ট করি না পূজিলে দিলে কন্যা বিয়া ॥
মম কোপে সিংহল নগরে দুইজনে ।
রাজার আজ্ঞায় কারাগারে দিলে হে বন্ধনে ॥
চন্দ্রকলা ভক্তি ভরে দিল অব্যাহতি ।
তবু হইল না দূর তব দুষ্ট মতি ॥
ব্রাহ্মণেরে কর ব্যঙ্গ কোন অহংকারে ।
জগৎ ব্রাহ্মণ পূজ্য এ তিন সংসারে ॥
একরূপ আকাশবাণী শুনি সদাগর ।
যোড় করে স্তব করে স্মরি গদাধর ॥

(তোটক ।)

জয় জগদীশ জগত জীবন ।
তুমি স্থূল সূক্ষ্ম তুমি হে ভীষণ ॥
তুমি জনার্দন শ্রীমধুসূদন ।
জ্যোতির্ম্ময় তুমি সত্য সনাতন ॥
দীনবন্ধু হরি পতিত পাবন ।
অগতির গতি মদন মোহন ॥
তুমি নিরাকার নিত্য নিরঞ্জন ।
পদ্মপলাশাক্ষ বিপদ ভঞ্জন ॥
হে গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে ।
প্রণমামি পদে মধুকৈটভারে ॥
আমি মূঢ় মতি না জানি ভকতি ।
নিরাশ্রয়ে কৃপা হে জগতপতি ॥

মৎস্যরূপ ধরি বেদ উদ্ধারিলে।
কূর্ম্মরূপে ধরা পৃষ্ঠেতে ধরিলে॥
বরাহ রূপেতে মেদিনী তুলিলে।
নরসিংহ রূপে হিরণ্যে বধিলে॥
হয়ে বামন বলি ছলে ছলিলে।
ধরি রামরূপ রাবণে নাশিলে॥
পরশুরামরূপে ক্ষত্র কুল নাশ।
বলরামরূপে মহিমা প্রকাশ॥
তুমি প্রহ্লাদে অনলে বিষপানে।
রক্ষা করেছিলে সভা বিদ্যমানে॥
আমি মূঢ়মতি না জানি ভকতি।
নিরাশ্রয়ে রক্ষ হে জগৎপতি॥

জগন্নাথ রূপে সেতু শঙ্খধামে।
হয় পুনঃ জন্ম প্রসাদ প্রদানে॥
তব প্রসাদ চণ্ডালে দিলে মুখে।
দ্বিজ ক্ষত্রিয় খাইছে মহাসুখে॥
ভবিষ্যতে হবে কল্কি অবতার।
বধি ম্লেচ্ছগণে লবে রাজ্যভার॥
তব পতিতপাবন নাম ভবে।
কিন্তু আমা হেতু তাহা জানা যাবে॥
সত্য নারায়ণ করুণা নিকর।
নিজগুণে মম দোষ ক্ষমা কর॥
আমি মূঢ় মতি না জানি ভকতি।
নিরাশ্রয়ে রক্ষ হে জগৎপতি॥

dayalbm@gmail.com

তুমি ভক্তাধীন ভক্তে রক্ষণ কর ।
কোটি পাপীর তরে বহুরূপ ধর ॥
অহল্যা পাষাণী হয়েছিল বনে ।
মানবী করিলে চরণ প্রদানে ॥
করে ধরি গিরি রক্ষ গোপগণে ।
দেখা দিলে ধ্রুবে গহন কাননে ॥
গয়াসুর শিরে রাখি শ্রীচরণ ।
[illegible] বিষ্ণু পিতৃগনে কর মুক্তি দান ॥
বলে শ্রীশাখী শ্রীশিখা শ্রীচরণে ।
তোমা হেরি মোর সরলে নয়নে ॥
আমি মূঢ়মতি না জানি ভকতি ।
নিরাশ্রয়ে রক্ষ হে জগতপতি ॥

সাধুর স্তবেতে তুষ্ট হ'লো নারায়ণ ।
লতাপাতা গেল হলো বিবিধ রতন ॥
নানা রত্ন হেরি সাধু আনন্দিত মনে ।
লক্ষ মুদ্রা রাখে বাকী পূজার কারণে ॥
হেথা চন্দ্রকলা করি বহু আয়োজনে ।
ভক্তি-ভাবে পূজা করে সত্যনারায়ণে ॥
পূজা শেষে সকলেরে দিতেছে প্রসাদ ।
সাধুদ্বয় আসিয়াছে পেলো হেন সংবাদ ॥
অতি হর্ষে চন্দ্রকলা প্রসাদ ফেলিয়া ।
হেরিতে পতিবর তরী চলিল দৌড়িয়া ॥
সেই হেতু কুপিত হ'লেন নারায়ণ ।
বিশেষ পূজার বিধি প্রচার কারণ ॥
ঘাটেতে লাগিল তরী হেরি লক্ষপতি ।
তবে ডুবিলেন শীঘ্র হয়ে হৃষ্টমতি ॥
লক্ষপতি সহ তরী হলো অদর্শন ।
ব্যাকুল হলেন সাধু করেন ক্রন্দন ॥

হায় প্রাণ যায় একি হলো অকস্মাৎ।
অদৃষ্টের দোষে বিনা মেঘে বজ্রাঘাত॥
সমুদ্র তরিয়া তরী ডুবিলেক খালে।
জানি না বিধির বিধি কি আছে কপালে॥
অসহ্য হতেছে কষ্ট সহিতে না পারি।
শ্রীনাথ বলিছে শুন করুণা লাচারি॥

(ত্রিপদী)

কাঁদে চন্দ্রকলা সতী, কি হবে আমার গতি,
অকস্মাৎ কি হলো কি হলো।
আমার কপাল দোষে, দুষ্কার্য্য সাগর রোষে;
কোথা যাব মা বলো মা বলো॥
কি হবে বাপ হে তাত, কেন হেন বজ্রাঘাত,
অন্ধকার হেরি ত্রিভুবন।
করেছি পাপ প্রচণ্ড, শিরেতে পড়িল দণ্ড,
ঘাটে আসি স্বামীর মরণ॥
জীবন যৌবন মন, সকলি পতি কারণ,
পতিহীন জীবনে কি ফল ?
নারীজন্মে সুখ যত, পতি বিনে সব হত,
শূন্য তার ভবন জঙ্গল॥
রমণী জীবন পতি, পতি রমণীর গতি,
যুবতীর পতি প্রাণ-ধন।
হেন পতির বিহনে, যে জন বাঁচে জীবনে,
ধিক ধিক তাহার জীবন॥
শুন শুন ওহে তাত, দেহে তাপ সহে কত,
শীঘ্র বল আমার উপায়।

অগ্নিকুণ্ড জ্বালি দেহ, তাহে ত্যজিব এ দেহ,
সহে প্রাণ বিনাশিব দায় ।।
হায় হায় প্রাণ পতি, কি হবে আমার গতি,
কি দোষেতে ত্যজিলে আমায় ।
বাণিজ্যেতে গেলে তুমি, কত কহেছি বাকি আমি,
রাখি তবু তোমার আমায় ।।
কোথা সত্যনারায়ণ, বাসুদেব জনার্দ্দন,
গোপাল গোবিন্দ গোপীনাথ ।
শ্রীমধুসূদন রাম, দাসীরে হওনা বাম,
ভক্তবৎসল জগন্নাথ ।।
যে তোমায় পূজা করে, নিজ গুণে সেই তরে,
কি যশ তোমার তাহে হরি ।
তুমি পতিতপাবন, পতিতে বন্ধ মোচন,
কলঙ্ক হইবে যদি মরি ।।
সৃজনে পালন লয়, তোমার ইচ্ছায় হয়,
কার শক্তি মহিমা বর্ণিতে ।
তুমি বিভু সর্ব্বময়, নাম ধর দয়াময়,
সব আশা যাবে আমা হতে ।।
আমার প্রাণের পরিহরি, ভক্তবৎসল হরি,
রক্ষ মোরে সঙ্কট সাগরে ।
চন্দ্রকলা ধরাপরে, অজ্ঞান হইয়া পড়ে,
সদা বলে হরে কৃষ্ণ হরে ।।
সাধু সাধুর রমনী, খেদে পতিত ধরণী,
বলে কোথা গেলে প্রাণপতি ।
ভীষক শ্রীনাথ কয়, শান্ত করিয়ে হৃদয়,
ভবে সত্য পাবে অব্যাহতি ।।

চন্দ্রকলা স্তবে তুষ্ট হয়ে হৃষীকেশ।
স্বপ্নযোগে বলিলেন শুন উপদেশ॥
অহংকারে ফেলিয়াছ আমার প্রসাদ।
সেই হেতু ঘটিয়াছে এতেক প্রমাদ॥
যদি চাও আপনার সম্পদ এখন।
ভক্তি চিত্তে কর সেই প্রসাদ ভক্ষণ॥
স্বপ্নবাণী শুনি ধনী উঠিল তখন।
ভক্তি মনে করে সেই প্রসাদ ভক্ষণ॥
করযোড়ে নারায়ণে করিছে স্তবন।
শ্রীনাথ বলিছে তাহা শুন সর্বজন॥

(স্তব)

তোমা হে অনাথনাথ দীনবন্ধু হরি।
অচ্যুত পরমানন্দ মুকুন্দ মুরারী॥
জনার্দন জগন্নাথ জগৎ জীবন।
পতিত পাবন পদ্মপলাশ লোচন॥
লক্ষ্মীকান্ত পদ্মনাভ বাসুদেব রাম।
মদনমোহন বিষ্ণু রূপ অভিরাম॥
গিরিধারী গোপাল গোবিন্দ গদাধর।
গোপীনাথ গোপেশ্বর হর চক্রধর॥
নির্বিকার নিরাকার নিত্য নিরঞ্জন।
সত্ত্ব রজঃ তমঃ তুমি সত্য সনাতন॥
সৃজন পালন লয় তোমার ইচ্ছায়।
অজানা স্তবন দোষ ক্ষম দয়াময়॥
দীনের সকল দিন যায় দিনে দিনে।
দিন দিনে দীননাথ দীনহীন জনে॥

কতদিন ~~[illegible]~~ রব আর কত দিন রব ।
কতদিন করিবি হে আমি আমি রব ॥
তোমার সুন্দর দেহ হরণ আশায় ।
মরণ বরণ করি ডাকে সর্বদায় ॥
আকাশে চপলা খেলা যেরূপ প্রকার ।
সেইরূপ এই দেহে আয়ুর সঞ্চার ॥
বিষয় বিভ্রম বিষ পানে মত্ত মন ।
নিশ্বাসে বিশ্বাস নাই কি হয় কখন ॥
সৃজন পালন লয় তোমার ইচ্ছায় ।
জানিনা ভজন দোষ ক্ষম দয়াময় ॥

এই যে সুদৃশ্য আস্য দেহ মনোহর ।
ক্ষণমাত্র দৃশ্য শোভা থাকিবে না আর ॥
তোমায় না ভেবে করি মিছা পরিশ্রম ।
অজরে অমর আমি এই মনে ভ্রম ॥
ভূতের ভবন দেহ দেহ এই স্থান ।
মমতা সমতা করি করি তব ধ্যান ॥
সর্বভূতে আবির্ভূত তুমি ভগবান ।
দয়া করি মোরে স্থান কর বরদান ॥
পূজিতে তোমায় কিছু কি আছে আমার ।
তোমায় তোমায় দিয়া হইব তোমার ॥
সৃজন পালন লয় তোমার ইচ্ছায় ।
জানিনা ভজন দোষ ক্ষম দয়াময় ॥

প্রবল পরম শত্রু আছে ছয়জন ।
ভাবিলে তোমাকে তারা করয়ে শাসন ॥
সদাই করয়ে নষ্ট হইতেছি আমি ।
রক্ষা কর দীনবন্ধু তুমি অন্তর্যামী ॥
নবদ্বার গৃহে বাস নাহিক প্রহরী ।
সর্ব্বদা না হয় চুরি মহিমা তোমারি ॥
অদ্য কল্য কিম্বা শত বর্ষেতে মরণ ।
অবশ্য ঘটিবে তাহা না হবে খণ্ডন ॥
এ অবধি যদবধি মরণ না হয় ।
তদবধি মন যেন তোমাতেই রয় ॥
সৃজন পালন লয় তোমার ইচ্ছায় ।
অধীনা স্মরণ দোষ ক্ষম দয়াময় ॥

অবলা সরলা নারী বিদ্যা বুদ্ধি নাই ।
নিজ গুণে কর দয়া তোমার দোহাই ॥
পতিত পাবন নাম কোরেছ ধারণ ।
পতিতে পবিত্র কর পতিত পাবন ॥
অতীত হোয়েছে কাল না পাই ভাবিয়া ।
কিরূপে বাঁচিব নাথ পতিত হইয়া ॥
পতিত বলিয়া দয়া যদ্যপি না হয় ।
তবে বল কেন তব নাম দয়াময় ॥
পতিশোক প্রবল অনলে দহে প্রাণ ।
নিজগুণে প্রভু মম পতি কর দান ॥
সৃজন পালন লয় তোমার ইচ্ছায় ।
অধীনা স্মরণ দোষ ক্ষম দয়াময় ॥

dayalbm@gmail.com

সত্যের হইল দয়া চন্দ্রকলা প্রতি।
দেখে সবে লৌকা পরে আছে শঙ্খপতি॥
আশ্চর্য্য দর্শনে সবে হরষ অন্তরে।
উচ্চ রবে বলে সবে হরে কৃষ্ণ হরে॥
উঠে আইলেন শঙ্খপতি সদাগর।
শ্বশুর শ্বাশুরী পদে করে নমস্কার॥
সন্তুষ্ট হইয়ে সাধু করে বহু দান।
অহোরাত্র করিলেন হরি গুন গান॥
লৌকার সমস্ত ধন তুলিলেন ঘরে।
সত্য সেবা হেতু বহু আয়োজন করে॥
প্রতিবাসী সকলে করিয়া নিমন্ত্রণ।
মহা সমারোহে পূজে সত্যনারায়ণ॥
প্রতি মাসে পূজা করে সাধু লক্ষপতি।
সেই ফলে উ অবনীতে হইল ভূপতি॥
অপুত্রক ছিল সাধু হইল তনয়।
অন্তেতে হইল তাঁর বৈকুণ্ঠে আলয়॥
সেই হেতে হলো এই পূজার প্রকাশ।
পূজিলে কামনা সিদ্ধি বিপদ বিনাশে॥
অপুত্রক পায় পুত্র ধনহীনে ধন।
অপমৃত্যু নাহি হয় অকাল মরণ॥
সকল বিপদ নাশ শ্রীহরি স্মরণে।
কর ভক্তি হবে মুক্তি কি ভয় শমনে॥
শ্রীনাথের নিবেদন শুন সভাজন।
হরিবল পুস্তক হইল সমাপন॥